কোটচাঁদপুরে ফলন্ত ৫ হাজার ড্রাগন গাছ কেটে দিয়েছে,দূর্বত্তরা

কোটচাঁদপুরে বর্গা চাষির ফলন্ত ৫ হাজার ড্রাগন গাছ কেটে দিয়েছেন,দূর্বত্তরা। এতে করে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন চাষি আলমগীর হোসেন।গতকাল সোমবার (৩০-১০-২৩) রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন বড়বামনদহ মাঠে।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর বড়বামনদহ গ্রামের বর্গা চাষি আলমগীর হোসেন। তিনি ওই গ্রামের মৃত সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে। নিজের কোন জমি নাই তাঁ◌ঁর। দীর্ঘদিন ধরে পরের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে থাকেন। ওই মাঠে চাষি আলমগীর হোসেনের ড্রাগন সহ ১০ বিগা জমি বর্গা নেয়া। বাকি জমিতে আম বাগান করেছেন তিনি।

গতকাল সোমবার রাতে দূর্বৃত্তরা তাঁর ২৫ কাঠা জমির ৫ হাজার ড্রাগন গাছ কেটে সাবাড় করেছেন। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ করেছেন,বলে জানিয়েছেন চাষি আলমগীর হোসেন। আমার জানা মতে কোন শত্রু নাই। তবে অনেক মানুষের কাছে সারের টাকা পাবো। সেটা নিয়ে হয়তো কেউ অখুশি থাকতে পারে।

তিনি বলেন, ড্রাগন গাছ লাগানো থেকে আজ পর্যন্ত ৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি গাছে ফল ঝুলছে। ওই ফল বিক্রি করলে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা হত। সব মিলিয়ে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন, ওই চাষি।

চাষি টিপু সুলতান (টিপু) বলেন,আলমগীর ভাইয়ের নিজস্ব কোন জমি নাই। ভাগে বর্গে জমি নিয়ে চাষ করেন। ওই জমিটিও লিজ নিয়ে ড্রাগন চাষ করছিল। ২৫ কাঠা জমিতে চাষ করতে কম পক্ষে ৩/৪ লাখ টাকা খরচ হয়।এখন তো জমির প্রতিটি গাছে ফল ধরেছে, সব মিলিয়ে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে মনে হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল হাসান বলেন, ড্রাগন গাছ কাটার বিষয়টি জানতে পেরেছি। অফিসের লোকজন গিয়েছিল। তারা স্বজমিনে দেখে এসেছেন। এ ছাড়া আমরা গবেষনা কেন্দ্রে কথা বলেছি,কাটা গাছগুলো কিভাবে রক্ষা করা যায়। ক্ষতিগ্রস্ত চাষীকে থানায় পাঠানো হয়েছে

মামলা করার জন্য। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি,ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য। বিষয়টি নিয়ে উপজেলা মাসিক আইন শৃংখলা সভাও তোলা হবে,জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) শারমিন আক্তার বলেন,ঘটনাটি আমরা শুনেছি। অভিযোগ এখনও হাতে পায়নি। তবে লিখিত অভিযোগ করবেন বলে জানা গেছে।

কোটচাঁদপুরে সড়কের পাশে পড়ে থাকা শিশুটি নতুন মায়ের কোল পেল

উপজেলা শিশু কল্যান বোর্ডের মাধ্যমে নতুন মায়ের কোল পেল কোটচাঁদপুরে সড়কের পাশে পড়ে থাকা শিশুটি। গতকাল সোমবার দুপুরে নির্বাহী কর্মকর্তা কার্যালয় থেকে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হয়।

জানা যায়,গেল বৃহস্পতিবার (২৬-১০-২৩) তারিখ সকালে সোনিয়া খাতুন ও জিনিয়া খাতুন দুই বোন হাটছিল কোটচাঁদপুর থেকে তালসার যাওয়া সড়কে।

এ সময় সোনিয়া খাতুন কাপড়ে মোড়া বাচ্চাটি দেখতে পান সড়কের পাশে। কাছে গিয়ে জীবিত বুঝতে পেরে কোলে তুলে নেন বাচ্চাটিকে। এরপর বাড়িতে ফিরে আসেন দুই বোন।

এলাকায় জানাজানি হয়,বাচ্চা পড়ে পাওয়ার ঘটনাটি। খবর পান উপজেলা সমাজ সেবা অফিস, নির্বাহী কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্টরা। পরে শিশুটিকে পড়ে পাওয়া মা সোনিয়ার কাছে রেখে কুশনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহারুজ্জামান সবুজের জিম্মায় দেন সংশ্লিষ্টরা।

এরপর উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, তাঁর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে শিশুটির অভিভাবকত্ব নিতে চাওয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে আবেদন আহবান করেন।

কোটচাঁদপুরে সড়কের পাশে থেকে নবজাতক শিশু উদ্ধার

কোটচাঁদপুরে সড়কের পাশে নবজাতক শিশু পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর- তালসার সড়কের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয় বাচ্চাটি। শিশুটি কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জানা যায়, সোনিয়া খাতুন ও জিনিয়া খাতুন দুই বোন। বৃহস্পতিবার প্রতিদিনের মত সকালে হাটতে বের হয় সড়কে। কিছু দুর যাবার পর কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় চোখে পড়ে বাচ্চাটি। এরপর সোনিয়া কোলে তুলে নেন,ওই নবজাতকটি।

তিনি বলেন,বাচ্চাটি দেখে মনে হচ্ছে,একদিনের বাচ্চা। তাকে পাওয়ার পর অবস্থা একটু খারাপ ছিল। এখন বাচ্চাটি ভাল বলে মনে হচ্ছে। ঘটনাটি এলাকায় জানাজানি হওয়ার পর শতশত মানুষের ভীড় জমে বাচ্চাটি দেখার জন্য সোনিয়ার বাড়িতে।

এদিকে বাচ্চাটির স্বাস্থ্যের অবস্থা জানতে,তাকে দ্রুত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন সোনিয়া। এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক বাচ্চাটি দেখে,ভাল আছে বলে জানান। এরপর তারা বাচ্চাটি নিয়ে বাসায় চলে যান। তবে আইনগত সমস্যার কারনে, বাচ্চাটিকে আবারও কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন তারা।

খবর পেয়ে থানা পুলিশ ও উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছুটে আসেন। তবে বাচ্চাটি না পেয়ে ওই পরিবারটিকে আবারও স্বাস্থ্য নিয়ে এসে ভর্তি রাখার কথা জানিয়েছেন তারা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তারুনী পাশা বলেন, বাচ্চাটি তারা নিয়ে আসেন। এরপর দেখে তাদেরকে ভর্তি করার পরামর্শ দেয়া হয়। তারা ভর্তি না করে বাড়িতে নিয়ে যান। তবে ওই নবজাতকটি সুস্থ্য আছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সমাজ সেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম বলেন,উপজেলায় শিশু কল্যান বোর্ড আছে। বাচ্চাটি কাউকে নিতে হলে ওই বোর্ডে আবেদন করেন,আইন মেনে নিতে হবে। যারা বাচ্চাটি পেয়েছেন, তারা ইচ্ছে করলেই রাখতে পারবেন না।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,এই বাচ্চাটি নিতে হলে,আইনগত ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে নিতে হবে।

কোটচাঁদপুরে রাইয়ান পার্ল হারবালের মুক্তা গবেষণাগার উদ্বোধন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর রাইয়ান পার্ল হারবালের মুক্তা গবেষণাগারটি পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন করলেন,মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ। গতকাল সোমবার রাতে এ গবেষণাগারের উদ্ভোধন করেন তিনি।

কোটচাঁদপুরের রাইয়ান পার্ল হারবালের উদ্যোক্তা নজরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম মুক্তা গবেষণাগারটি কোটচাঁদপুরের রাইয়ান পার্ল হারবালে। যে গবেষণাগারটি উদ্ভোধন করেছেন,মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ। আর এ উদ্ভোধনের মধ্য দিয়ে নতুন একটি দ্বার উন্মোচিত হল আজ।

তিনি বলেন, এ গবেষণাগার থেকে ট্রেনিং করে, তরুন উদ্যোক্তারা নতুন জ্ঞান অর্জন করেছেন। যা তারা কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবন তথা সমাজকে বদলে দিতে পারবে।

তিনি আরও বলেন,ঝিনুক থেকে ঝিনাইদহের জন্ম। সেই ঝিনুকের মাঝে মুক্তা চাষ ও মুক্তার তৈরী গহনার উৎপাদন, বিপনন করে ঝিনাইদহকে মুক্তার নগরী হিসেবে গড়ার আশা প্রকাশ করেন,নজরুল ইসলাম। আর এ সবের জন্য তিনি সচিবের নিকট সার্বক সহায়তা কামনা করেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,সচিবের একান্ত সচিব মাহমুদ উল্লাহ

মারুফ,খুলনা মৎস্য অধিদপ্তরের সিনিয়র সহকারি পরিচালক বিশ্বজিৎ বৈরাগী, কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে, জেলা মৎস্য অফিসার ফরহাদুর রেজা, দোড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার।

উদ্ভোধনের পরে তিনি মুক্তা গবেষণাগারটি পরিদর্শন করেন। ঘুরে ঘুরে দেখেন,স্থানীয় ভাবে ঝিনুকের মাঝে উৎপাদিত মুক্তা ও মুক্তার তৈরী গহনা। তিনি এ সব দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বলেন, এটা একটা ভাল উদ্যোগ। আমি এ মুক্তা গবেষণাগারে সমৃদ্ধি কামনা করছি। এ ছাড়া সরকারি ভাবে কোন সহায়তা থাকলে তিনি করবেন বলে জানান।

পরে তিনি এশিয়ার বৃহৎ মৎস্য হ্যাচারি কোটচাঁদপুরের বলুহর হ্যাচারি কমপ্লেক্সটিও পরিদর্শন করেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

কোটচাঁদপুর কে এম এইচ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

নিরীহ ফিলিস্তিনীদের উপর সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইল কতৃক হামলার প্রতিবাদে কোটচাঁদপুর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন,স্থানীয় সরকারি কে এম এইচ কলেজে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা।

জানা যায়,নিরীহ ফিলিস্তিনীদের উপর সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইল কতৃক হামলার প্রতিবাদে কোটচাঁদপুর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন,স্থানীয় সরকারি কে এম এইচ কলেজে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা। গতকাল সোমবার সকালে কলেজ থেকে একটি মিছিল বের করেন।

পরে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। বিক্ষোভ শেষে কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্টান্ডে সমাবেশ করেন তারা।

এসময় সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন, ফাহিম মনময়,আরিয়ান মানিক,নয়ন হোসেন,অনিক হোসেন।

বক্তারা বলেন,ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের প্রতি যে, জুলুম-নির্যাতন চলমান,তার প্রতিবাদে আজ আমরা সমবেত হয়েছি।সইসরায়েলের অবৈধ দখলদারির প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা মুক্তিকামী জনতার প্রতি সংহতি জানাচ্ছি। আমরা কোনো জঙ্গিবাদকে সমর্থন করি না। কিন্তু বিশ্বের যে, প্রান্তে অন্যায় হবে, সেখানেই আমাদের প্রতিবাদ জারি থাকবে।

সমাবেশে বক্তারা আরো বলেন, ইসরাইল বর্বোরোচিতভাবে ফিলিস্তিনের গাজায় বোমা হামলা করে নারী-পুরুষ ও শিশুদের নির্মমভাবে গণহত্যা করছে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান বক্তারা।

কোটচাঁদপুর শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের মতবিনিময় সভা

কিশোরী ক্লাব থেকে যা শিখেছেন,সেটি আপনাদের বাড়ি,গ্রাম,সমাজ তথা দেশে ছড়িয়ে দিবেন। কিশোরী কর্মসুচীর আওতায় উপস্থিত কিশোরীদের উদ্যেশে এ মন্তব্য করেন,পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. এম খাইরুল হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন,শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক নাছিমা বেগম। সঞ্চালনায় ছিলেন, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক আসিফ আহসান খান।

আজ সোমবার দুপুরে পিকেএসএফের প্রতিনিধি দল প্রথমে কোটচাঁদপুরের বাগডাঙ্গা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রবীন কর্মসুচীর আওতায় পরিচালিত প্রবীন কেন্দ্রটি। খোঁজ খবর নেন ওই কেন্দ্রের প্রবীনদের। শোনেন তাদের সমস্যা, সফলতার গল্প।

এরপর ওই প্রতিনিধি দলটি যান,এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদে। যোগ দেন

কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে করা আলোচনা সভায়।
যা অনুষ্ঠিত হয় বিকাল ৪ টায়। এ সময় তারা খোঁজ খবর নেন ক্লাবের সদস্যদের। এরপর উপভোগ করেন,কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা।

কোটচাঁদপুরে বিদুৎয়ায়িত হয়ে দুই বিদ্যুৎ মিস্ত্রির মৃত্যু

বিদুৎয়ায়িত হয়ে দ্বিতল ভবন থেকে পড়ে দুই বিদ্যুৎ মিস্ত্রি মারা গেছেন। আজ সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সড়কে।

জানা যায়,বাবলু মিয়ার বাড়ির দ্বিতীয় তলায় বিদ্যুৎতের কাজ করছিল আজিম হোসেন ও মহাসিন আলী।

অসাবধানতা বশত বিদ্যুৎতের লাইনে জড়িয়ে গুরুত্বর আহত হন দুই জন বিদ্যুৎ মিস্ত্রি। এ সময় স্থানীয়রা দ্রুত তাদেরকে উদ্ধার করে,কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক আজিম হোসেন (২৭)কে মৃত ঘোষণা করেন। আর গুরুতর আহত মহাসিন আলী (৩০)কে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। যশোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মহাসিন আলীও।

আজিম কোটচাঁদপুরের বলুহর গ্রামের আমজাত হোসেনের ছেলে। আহত মহাসিন আলী মহেশপুরের আলামপুর গ্রামের মৃত গাজী রহমানের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক সাব্বির আহম্মেদ বলেন, বিদুৎয়ায়িত হয়ে গুরুত্বর অবস্থায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুই জনকে আনা হয়। এদের মধ্যে একজন কিছুক্ষন পর মারা যায়। অন্যজনের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কামরুজ্জামান বলেন,খবর পেয়ে

ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম বিদ্যুৎয়ায়িত হয়ে মারা গেছেন। মরাদেহের সুরতহাল করা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে এমপি চঞ্চলের গণসংযোগ

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কে সামনে রেখে নৌকা মার্কায় ভোট চেয়ে হাটে বাজারে গণসংযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ দলীও ঝিনাইদহ (৩) আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল।

আজ শনিবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়নের মকসেদ মোড়ে ও বাজারে নৌকা মার্কার গণসংযোগ করেন তিনি। সে সময় সংসদ সদস্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মানুষের সামনে তুলে ধরেন। বলেন,দেশের উন্নয়ন এগিয়ে চলেছে। আর এ উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে নৌকা প্রতিকের কোনো বিকল্প নেই।

তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে, আবারও যড়যন্ত্র শুরু করেছে জামাত বিএনপি। এ সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে আমাদের। বঙ্গবন্ধু কন্যা জনগণের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা হাত কে শক্তি শালী করতে আবারো নৌকা মার্কায় ভোট দিন।

এ সময় গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান, সাফদারপুর ইউনিয়নে সাবেক চেয়ারম্যান নাছির উদ্দীন,সাংবাদিক শেখ ইসমাইল হোসেন, ছাত্র লীগ নেতা, প্রদীপ কুমার হালদার, রাব্বি হাসান, ওবায়দুল হক, মানিক, নয়ন সহ উপজেলা আওয়ামী লীগের সকল অঙ্গ সংগঠনে নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা সভা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে সামাজিক অবক্ষয় রোধে শিক্ষার্থীদের সাথে জনসচেতনতা মূলোক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে কোটচাঁদপুর সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে শিক্ষার্থীদের সাথে এ জনসচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সে সময় বাল্যবিবাহ,আত্মহত্যা, যৌতুক, ইভটিজিং,মাদক,জঙ্গি, সন্ত্রাস ও কিশোর কিশোরীদের মাঝে সাইবার অপরাধ রোধে করোনিয় বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন প্রধান অতিথি। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর মডেল অফিসার ইনর্চাজ সৈয়দ আল-মামুন, মডেল থানার উপ-পরিদর্শক শারমিন প্রমুখ।

এ সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থী সহ বিদ্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে ৪৫টি মন্ডপে সাজসজ্জার কাজ শেষের দিকে,

মন্ডপগুলোতে পাহারা

এ বছর কোটচাঁদপুরে ৪৫ টি মন্ডপে উদযাপন করা হবে শারদীয় দূর্গা উৎসব। মন্ডপগুলোর সাজসজ্জার কাজ শেষের দিকে। নিরাপত্তায় পাহারা চলছে মন্ডপে মন্ডপে। তবে এখনো পর্যন্ত কোন থিয়েট মনে করছেন না বলে জানিয়েছেন, কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,এ বছর কোটচাঁদপুরে ৪৫ টি মন্ডপে উদযাপিত হবে শারদীয় দূর্গা উৎসব। তবে গেল বছরের থেকে এ বছর ১ টি পূজা কম হচ্ছে এ উপজেলায়। মন্ডপের সাজসজ্জার কাজ প্রায় শেষের দিকে।

অন্যদিকে নিরাপত্তা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবকরা ইতোমধ্যে মন্ডপে বসিয়েছেন পাহারা। সাথে রয়েছে গ্রাম পুলিশ। এ ছাড়া পুলিশের নজরদারী রয়েছে সার্বক্ষনিক বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুরের দ্যুতিয়ার কুটি পূজা মন্ডপের সভাপতি সাধন হালদার বলেন,মন্ডপের কাজ এখনো শেষ হয়নি। তবে আমরা এক সপ্তাহ ধরে পাহারা দিচ্ছি মন্ডপ। তিনি বলেন,এখানে কোন সমস্যা হয় না। আর কোন ভয় ও নাই। তারপরও সর্তকতার সঙ্গে আছি।

কোটচাঁদপুর দুধসরা পূজা মন্ডপের সভাপতি নিতাই রায় বলেন,রংঙ্গের কাজ এখনও হয়নি। তবে নিরাপত্তায় জন্য, পাহারা চলছে।কোন দিন কোন দূর্ঘটনা ঘটেনি। এরপর যদি কিছু হয়।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কোটচাঁদপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন,গেল বছর থেকে এ বছর একটি পূজা কম হচ্ছে। গেল বছর ৪৬ টি পূজা মন্ডপে শারদীয়া দূর্গা পূজা হয়েছিল। এ বছর ৪৫ টিতে অনুষ্ঠিত হবে। একটা মন্ডপে জায়গা নিয়ে সমস্যার করনে হচ্ছে না। এ বছর পৌর সভায় ২০ টি আর ইউনিয়ন পর্যায় ২৫ টি মন্ডপে এ পূজা অনুষ্ঠিত হবে। পূজার প্রস্তুতি কেমন,এবং নিরাপত্তা নিয়ে কি ভাবছেন,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,সবগুলো পূজা মন্ডপ ঝুঁকিপূর্ন। আবার সবগুলোর অবস্থায় ভাল। এরপরও আমরা গেল এক সপ্তাহ ধরে স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে পাহারা বসিয়েছি। কারন হিসেবে তিনি বলেন, গেল কয়েকদিন আগে ঝিনাইদহে পূজা মন্ডপে ভাংচুর হয়েছে।

পূজার প্রস্তুতি নিয়ে তিনি বলেন,আগামী ২০ অক্টোবর শারদীয়া

দূর্গা পূজার ষষ্ঠী। এর মধ্যে অনেক মন্ডপের সাজসজ্জার কাজ শেষ করেছেন মন্ডপ কমিটি। কিছু বাকি থাকলেও খুব জোরেশোরে চলছে কাজ।

কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,নিঃছিদ্র নিরাপত্তার স্বার্থে গেল এক সপ্তাহ যাবৎ পূজা মন্ডল গুলোতে পাহারা বসানো হয়েছে। এর দায়িত্বে রয়েছেন,স্ব স্ব মন্দির কমিটির স্বেচ্ছাসেবক। এ ছাড়া রয়েছে গ্রাম পুলিশ। আর আমরা তদারকিতে আছি সার্বক্ষনিকভাবে। আমরা সবগুলো মন্ডল ঝুকিপূর্ণ মনে করছি,আবার সবগুলোর অবস্থাই ভাল। আমরা এখনও পর্যন্ত কোন থিয়েট মনে করছি না।